সংবাদ

তারিখ ...0 9 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪ ...

নিকলাতে আনন্দ স্কুল প্রাতিষ্ঠায় দুর্নীতি : উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

জেলার নিকলী উপজেলায় ৮৯টি আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে। ঢাকা থেকে রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের সহকারী পরিচালক তাহমিনা বেগম গত শনিবার নিকলীতে এসে তদন্ত করেছেন।

সরকার গত বছরের শেষ দিকে নিকলীতে ৮৯টি আনন্দ স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। গত ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এসব স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা দেয়ার জন্য নিকলীর প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র ২৮টি বিদ্যালয়ের কাগজপত্র পাঠানো হয়। এর ফলে স্থানীয় এক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিকলীর ইউএনও এবং প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এনজিও কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র ২৮টি স্কুলের কাগজপত্র পাঠানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছিল।

গত ২৬ এপ্রিল দৈনিক সংবাদে 'দায়িত্বহীনতা : নিকলীতে ৬১টি আনন্দ স্কুলের বরাদ্দ বাতিল হচ্ছে' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। রস্ক প্রকল্পের সহকারী পরিচালক তাহমিনা বেগমকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তদন্তের কথা স্বীকার করেন। তবে আরও কয়েকজনের বক্তব্য নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এসব বক্তব্য গ্রহণের পরই তদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করবেন বলে তিনি 'সংবাদ'কে জানান।